দর্পভরে ধরেছে তা'রা কোমল করে কঠিন অসি।
রুধির-নীরে ধৌত করিতে যুগের ঘন কালিমা-মসী॥
দেখ্‌য়ে বিশ্ব দেখ্‌রে চেয়ে শুন্‌রে তোরা পাতিয়া কাণ।
মরেনি বাঙ্গালী মরেনি তা'রা পেয়েছে ফিরে পুরাণ প্রাণ॥
দেশের জন্য দশের তরে গড়েছিল বিধি তা'দের প্রাণ।
তুচ্ছ করিতে মৃত্যু তাহারা—রাখিতে মস্তে রাজার মান॥

জগৎ-মাঝে প্রমাণ হোক্ 'প্রতাপ' ছিল মোদের ভাই।
মোদের ছিল সোণার যশোর কোথাও যাহার তুলনা নাই॥
আমরাও সেই তাদের জাতি আমাদের সেই বঙ্গ-দেশ।
সুপ্ত যদিও সকলি মোদের নাহিক তাহার গরিমা-লেশ॥
শত্রু-হৃদয়-পিণ্ড ছিঁড়িতে কাঁপেনা তাই বাঙ্গালী-প্রাণ—
বৃটিশ-রাজের চরণ-তলে আর কি প্রজার শ্রেষ্ঠ দান?

শ্রীসতীশচন্দ্র সরকার,
তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী।

সমর-আহ্বান।

করে আহ্বান নরপতি আজি করিতে সমর-সাজ
বাজুক অস্ত্র নাচুক রক্ত মোদের ধমনী-মাঝ।
অতীত কীর্ত্তি করিয়া স্মরণ, আর্য্য-গরিমা করিতে বরণ,
তুচ্ছ করিয়া চলে' এস আজ নাইক মরণে লাজ
স্বর্গ-তোরণ মুক্ত করিতে দেশের করিতে কাজ।

অরাতি-প্লাবন অন্তর্বিগ্রহে ভারত মথিত ছিল
নিবারিয়ে তাহা শান্তি-শতদল যেই জাতি ফুটাইল,
শ্রাবণ-নীরদ-বর্ষণ মত, ফেলিল দেহের উষ্ণ শোণিত,
শত যোজনের পথ বহি আসি করে'নিক কাল-ব্যাজ
সেই নরপতি ডাকিতেছে আজি সাজিতে সমর-সাজ।

ন্যায়ের ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়ে ঘোষিতে ন্যায়ের জয়
অন্যায় পথ করিতে রুদ্ধ বিতরয় বরাভয়,
ভুবনে রাখিতে অতুল সিদ্ধি, বলি দেয় আজ সকল ঋদ্ধি,
ধন্য করিতে নীতির বর্ম্ম পরিতে যশের তাজ
দীপ্ত করিতে সুপ্ত-মহিমা ঘুচাতে ভারত-লাজ।

দানবের তৃষা বক্ষে ধরিয়া গ্রাসিতে নিখিল শান্তি
(যেন) ক্ষুধিত ব্যাঘ্র রুধিয়া শুষিয়া বাড়াতে আপন কান্তি
করিবারে লোপ সকল সৃষ্টি, করে রাক্ষস রক্ত-বৃষ্টি
জাগ্রত হও, উদ্যত হও নাশিতে শত্রুরাজ
দেশের ধ্বংস করিতে রক্ষা দশের করিতে কাজ॥

শ্রীপ্রমদেশচন্দ্র রায়,
দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী 'বি' শাখা।

কখন্ তোমারে ডাকি ?

দেব ! কখন্ তোমারে ডাকি ?
দিবসেতে ভাবি নিশিতে নিরালা
সঁপিব তোমারে হৃদয়ের জ্বালা
আপনা ভুলিয়া থাকি।
নিশা আসে পুনঃ নিশা চলে যায়
সময়ের স্রোত অনন্তে মিশায়
মম কাজ রহে বাকী।
বলবীর্য্য সব ক্রমে লোপ পায়
কর্ম্মের স্রোতে মন ভেসে যায়
বেশী দিন নাহি বাকী।